কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব পরবর্তী সময়ে কারখানা/শিল্পপ্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় করণীয় তালিকা

MCCI
Since 1904
METROPOLITAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, DHAKA

BEF
BANGLADESH EMPLOYERS' FEDERATION

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

এই “সহায়িকা” তৈরিতে যারা প্রাসঙ্গিক তথ্য ও রেফারেন্স উপকরণ সরবরাহ করেছে তাদেরকে আমি বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স্ ফেডারেশন (বিইএফ) এবং মেট্রোপলিট্যান চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী, ঢাকা (এমসিসিআই)-এর পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। করোনাভাইরাস বিশ্বকে এমন এক পরিস্থিতির দিকে নিয়ে গিয়েছে যা সম্পর্কে আমাদের বেশির ভাগই অজানা ও অপ্রস্তুত। আপনাদের অত্যন্ত সক্রিয় সাড়া ও দিকনির্দেশনায় সুন্দরভাবে এই সহায়িকাটি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে যা বিভিন্ন অংশীজন যেমন- মালিক, ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার, শ্রমিক ও কর্মচারী কর্তৃক নির্ধারিত কিছু কার্যক্রম অনুসরণপূর্বক কারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় খোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। মহামারী সংকটের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সকল অংশগ্রহণকারী এবং এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের এমপ্লয়ার্স অর্গানাইজেশনসমূহের ভার্চুয়াল গ্রুপ “Friends in Asia” এর মাধ্যমে সহায়িকাটি তৈরিতে অবদান রাখায় আমি সকলের কাছে ঋণী।

এই সময়ে ক্রমাগত উৎসাহ ও সহযোগিতার জন্য International Organisation of Employers (IOE) and Bureau of Employers’ Activities (ACTEMP), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

করোনা মুক্ত বিশ্ব গড়ার জন্য যখন সকলেই চেষ্টা করে যাচ্ছে এমন কঠিন সময়ে আমার পাশে স্তম্ভের মতো দাঁড়ানো ও ছায়া দেওয়ার জন্য সর্বোপরি বিইএফ ও এমসিসিআই-এর সভাপতিদ্বয়কে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ফারুক আহাম্মাদ
মহাসচিব

করোনাভাইরাস মহামারী সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে যে স্বাস্থ্য সুনামি শুরু হয়েছিল, তা বিশ্বজুড়ে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে শুধু জীবনকেই প্রভাবিত করেনি জীবিকার উপরও আঘাত হেনেছে। সকল দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে বিপর্যস্ত করেছে বিশেষ করে পৃথিবীর কিছু প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই মহামারীর মাত্রার উপর ভিত্তি করে কারখানা, বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৫ থেকে ৮ সপ্তাহ যাবৎ লকডাউন করতে হয়েছে। যেহেতু কারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে খোলা শুরু করেছে, সেহেতু নির্দিষ্ট কিছু দিকনির্দেশনা ও নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে চলা প্রয়োজন যেন এই মারাত্মক ভাইরাসের পুনঃবিস্তার রোধ করা যায়।

কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বে কারখানা/শিল্পপ্রতিষ্ঠান পুনরায় খোলার সময় মালিক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক- সকলেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। তাদের সচেতনতা ও কার্যক্রমসমূহ ভাইরাসের ঝুঁকি হ্রাস ও সকলের স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে এক বিশাল পার্থক্য আনতে পারে। গৃহীত পদক্ষেপগুলো সুষ্ঠু শিল্পসম্পর্কের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে যাতে শিল্প উৎপাদন ও অন্যান্য কার্যক্রম পুনরূদ্ধার হয়ে করোনা পূর্ববর্তী বা তার চেয়ে ভালো অবস্থায় যেতে পারে।

এই জাতীয় দায়-দায়িত্ব ও আদর্শ প্রতিক্রিয়াগুলি আলোচনা করাই এই পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য এবং এটি সহায়িকা হিসেবে কাজ করবে।

প্রকাশনায় ঃ বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স্ ফেডারেশন (বিইএফ) ও মেট্রপলিট্যান চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী, ঢাকা (এমসিসিআই)

কর্মক্ষেত্র নিরাপদ করতে মালিকের দায়িত্ব

- কর্মক্ষেত্র নিরাপদ করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবহিত থাকা এবং সেই পরামর্শ প্রয়োগ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- মালিক/যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যের জন্য শারীরিক দূরত্ব (সামাজিক দূরত্ব) বজায় রেখে নিয়মিত প্রয়োজনীয় ব্রিফিংয়ের ব্যবস্থা করা।

- শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে এবং শ্রমিকদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রশমনে কর্মক্ষেত্রের নক্‌শা উন্নয়ন ও কাজের প্রবাহ সংক্রান্ত ভালো চর্চাগুলো বিনিময় করতে উৎসাহ দেওয়া।

- কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯-এর ঝুঁকি কমাতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক আচরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। আজকাল এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনলাইনেই পাওয়া যায়। সম্ভবপক্ষে, এই প্রশিক্ষণ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ বা পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে প্রদান করা।

- যেখানে সম্ভব সেখানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত না হয়ে বাসা থেকে কাজের অনুমতি দেওয়া।

- চিকিৎসা সেবাদানকারীদের (ডাক্তার, মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ও নার্স) জন্য অবশ্যই লেভেল ২ অথবা আরো উপরের লেভেলের পিপিই সরবরাহ করা। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের (ক্লিনিং স্টাফ) জন্য লেভেল ১ পিপিই সরবরাহ করা।

- বয়স্ক (৬০ বছরের বেশি) ও আগে থেকেই রোগাক্রান্ত শ্রমিকদের সবেতনে ছুটি মঞ্জুর করা।

- কারখানা/প্রতিষ্ঠান ভবনের বাইরে হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (যেমন- সাবান/হ্যান্ডওয়াশ ও পানি) রাখা। শ্রমিক/কর্মচারী ও দর্শনার্থী যেন হাত ধোওয়ার জন্য অন্তত ৩০ সেকেন্ড সময় পান সেদিকে নজর রাখা।

কর্মক্ষেত্র নিরাপদ করতে মালিকের দায়িত্ব

- জনসমাগম এড়াতে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই কারখানা/প্রতিষ্ঠানের গেইট খুলে দেওয়া, যাতে করে প্রবেশের সময় জটলা তৈরী না হয়। প্রস্থানের সময়ও যাতে জটলা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

- এই ভাইরাসে আক্রান্তের লক্ষণসমূহ দেখা দিলে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে না আসার বিষয়ে অবহিত করা। আক্রান্ত ব্যক্তিদের খোঁজ খবর রাখা এবং তাদের সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প শ্রমিকদের ব্যবস্থা রাখা।

- শ্রমিক ও কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক উপস্থিতি বন্ধ করা অথবা বায়োমেট্রিক মেশিন প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

- কারখানা/প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সময় সকলের দেহের তাপমাত্রা মাপার ব্যবস্থা রাখা। কারো শরীরের তাপমাত্রা ৯৮.৪ ফারেনহাইটের বেশি থাকলে তাকে কাজে যোগ দিতে বা কারখানা/প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে না দেওয়া। সেক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরি না কেটে তাদেরকে ছুটি দেওয়া।

- কর্মক্ষেত্রে যাতে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস প্রবেশ করে সে বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনে আলো-বাতাস সঞ্চালন ব্যবস্থা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা।

- লোডিং-আনলোডিং কাজে নিয়োজিত শ্রমিক এবং ড্রাইভারদের অন্যান্য শ্রমিকদের কাছ থেকে যথাসম্ভব আলাদা থাকার ব্যবস্থা করা।

- কারখানা/প্রতিষ্ঠান ভবনে প্রবেশের পরপরই গাড়ি ও অন্যান্য পরিবহনসহ সকল দ্রব্যাদি জীবাণুমুক্ত করার ব্যস্থা গ্রহণ করা।

- শ্রমিকদের জুতায় জীবাণুনাশক স্প্রে করার ব্যবস্থা রাখা এবং তাদের জুতাগুলো নির্দিষ্ট স্থানে (সু র‍্যাক) রাখার ব্যবস্থা রাখা।

- সার্বিকভাবে কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা ও পরিবেশের বিষয়ে নজর রাখা।

কর্মক্ষেত্র নিরাপদ করতে কর্মকর্তাদের (ঊর্ধ্বতন ও মধ্যম সারির) দায়িত্ব

- মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে কোভিড-১৯ সংক্রমণের সম্ভাব্য ঝুঁকি মূল্যায়ন করা এবং শ্রমিকদের শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণে কর্মক্ষেত্রে বসার জায়গা, কারখানার নক্‌শা ও কাজের প্রবাহ পুনর্বিন্যাস করা।

- শ্রমিক/কর্মচারীরা কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সময় হাত ধোওয়ার জন্য রক্ষিত সাবান ও পানি দিয়ে ঠিক মতো হাত ধোয়া নিশ্চিত করা।

- কোনো শ্রমিকের শরীরের তাপমাত্রা বেশি থাকলে তাকে কাজে যোগ দিতে না দিয়ে ছুটিতে যাবার ব্যবস্থা করা এবং উক্ত শ্রমিকের বিকল্প হিসেবে কাউকে মনোনয়ন করা।

- শরীরে তাপমাত্রা বেশি এমন কাউকে কারখানা/প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে বা অবস্থান করতে না দেওয়া।

- শ্রমিক/কর্মচারীদের মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস্ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গাউন (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রি/সরঞ্জাম) পরিধানের বিষয়টি যথাযথভাবে মনিটর করা।

- কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহ হলে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং সরকারের করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা কাজে নিয়োজিত (আইইডিসিআর ও নির্ধারিত হাসপাতাল) কর্তৃপক্ষকে জানানো।
- কারখানা/প্রতিষ্ঠানে দর্শনার্থীদের অপ্রয়োজনীয় প্রবেশ যথাসম্ভব নিষিদ্ধ করা।

কর্মক্ষেত্র নিরাপদ করতে কর্মকর্তাদের (ঊর্ধ্বতন ও মধ্যম সারির) দায়িত্ব

- দিন শেষে শ্রমিক/কর্মচারীদের ব্যবহৃত মেশিন ও জিনিসপত্র যতটা সম্ভব জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার নিশ্চিত করা।

- কারখানার যে জায়গাগুলো বেশি স্পর্শ করা হয়, যেমন- দরজার হাতল, হ্যান্ডরেইল, টয়লেট সিট, ইত্যাদির পৃষ্ঠদেশ সবসময় জীবাণুমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা। ক্যান্টিন টেবিলের মতো সাধারণ ব্যবহার্য স্থান যেখানে ভাইরাস সহজেই বিস্তার করতে পারে, সেগুলো নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখা।

- টয়লেট ও প্রস্রাবখানা নিয়মিত পরিষ্কার করা হচ্ছে কী না সেটি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা। শ্রমঘন কারখানায়/প্রতিষ্ঠানে দিনে অন্তত দুইবার পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা।

- শ্রমিকদের কাছে দ্রুত বার্তা প্রেরণ ও তাদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা। সেক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাউকে নিয়োজিত করা। ফোকাল পয়েন্টের মোবাইল/ইন্টারকম নম্বর কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন জায়গায় ও নোটিস বোর্ডে দৃশ্যমানভাবে লিখে রাখা।

- এমন কোন বার্তা প্রচার না করা যা শ্রমিক/কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়িয়ে দেয়।

- জরুরি ফোন নম্বরসহ করোনাভাইরাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট তথ্য নোটিস বোর্ডে লিখে রাখা।

কর্মক্ষেত্র নিরাপদ করতে সুপারভাইজারদের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) দায়িত্ব

- সুপারভাইজারগণ তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা শ্রমিকদের করোনাভাইরাস সম্পর্কে অবহিত করবে এবং কোনো গুজবে কান না দিতে সতর্ক করবে।

- কারখানা/প্রতিষ্ঠানে থাকা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে শ্রমিকদের অবহিত করবে এবং পালন করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

- শ্রমিক/কর্মচারীদের কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সময় হাত ধোওয়ার জন্য রক্ষিত সাবান ও পানি দিয়ে ২০ সেকেন্ড সময় নিয়ে ঠিক মতো হাত ধুয়ে নেওয়া নিশ্চিত করবে।

- শ্রমিকের শরীরের তাপমাত্রা বেশি থাকলে তাকে কাজে যোগ দিতে না দিয়ে তার ছুটি মঞ্জুর করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে সুপারিশ করবে।

- শ্রমিক/কর্মচারীদের মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস্ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গাউন (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম) পরিধানের বিষয়টি যথাযথভাবে মনিটর করবে।

- দিন শেষে শ্রমিক/কর্মচারীদের ব্যবহৃত মেশিন ও জিনিসপত্র যতটা সম্ভব জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করা হচ্ছে কী না সেটি খেয়াল রাখবে।

- টয়লেট ও প্রস্রাবখানা নিয়মিত পরিষ্কার করা হচ্ছে কী না সেটি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।

- শ্রমিক ও মালিক/কর্তৃপক্ষের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরিতে ও যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সুপারভাইজারগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

- সুপারভাইজারগণ স্বাস্থ্যবিধি নিজে মেনে চলবে ও শ্রমিকদের মেনে চলতে সাহায্য করবে।

কর্মক্ষেত্র নিরাপদ করতে শ্রমিক/ কর্মচারীদের দায়িত্ব

- শ্রমিক/কর্মচারীরা অবশ্যই মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস্ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গাউন (ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-সুরক্ষা সরঞ্জাম) পরিধান করবে।

- তাদের পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ সাবান বা ডিটারজেন্ট গুড়া দিয়ে নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করবে।

- কেউ অসুস্থ বোধ করলে (জ্বর, সর্দি-কাশি ও শ্বাস কষ্ট বা অন্য যে কোনো অসুস্থতা) গোপন না করে সাথে সাথে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করবে। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি না থাকলে মানবসম্পদ বিভাগ (এইচআর) বা প্রশাসন বিভাগের (এডমিন) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে যত দ্রুত সম্ভব জানাবে।

- কারখানা/প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সময় রক্ষিত সাবান/হ্যান্ডওয়াশ ও পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সময় নিয়ে উভয় হাত ধুয়ে নিবে।

- সকলেই অপরিস্কার হাতে মুখ, নাক ও চোখ ছোঁয়া এবং চুলকানো থেকে বিরত থাকবে।

- সকলেই হাঁচি ও কাশির সময় টিস্যু পেপার বা রুমাল ব্যবহার করবে। টিস্যু পেপার বা রুমাল ব্যবহার সম্ভব না হলে হাতের কনুইয়ের ভাঁজে হাঁচি ও কাশি দিবে। ব্যবহৃত টিস্যু পেপার সাথে সাথে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দিবে। ব্যবহৃত রুমাল পরিষ্কার করে ধুয়ে নিবে।

কর্মক্ষেত্র নিরাপদ করতে শ্রমিক/কর্মচারীদের দায়িত্ব

- সকলেই শারীরিক দূরত্ব (সামাজিক দূরত্ব) নীতি মেনে চলবে। অন্যের সাথে দেখা হলে হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি অবশ্যই পরিহার করবে। এক্ষেত্রে হাত নাড়িয়ে একে অপরকে সম্ভাষণ জানাবে।

- সময়ে সময়ে স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত বিধি-বিধান যথাযথভাবে মেনে চলবে এবং অপরকে মেনে চলতে সাহায্য করবে।

- কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে গিয়ে বাসায়ও যতটা সম্ভব শারীরিক দূরত্ব (সামাজিক দূরত্ব) ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে।

- অহেতুক ভীড় এড়িয়ে চলবে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য পরিবারের সুস্থ কোনো একজন সদস্যকে দায়িত্ব প্রদান করবে।

- কারখানা/প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বড় জমায়েত তৈরি করবে না। প্রয়োজনীয় সভাগুলো আবশ্যিকভাবে প্রতি ব্যক্তির মাঝে ২ মিটার (৬ ফুট) দূরত্ব বজায় রেখে সম্পন্ন করবে।

- এই দুর্যোগকালীন সময় বাসায় মেহমান আসা যতটা সম্ভব কমাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং নিজেও আত্মীয়ের বা অন্য কারো বাড়ীতে যাওয়া এড়িয়ে চলবে।

- কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি প্রশমনে কর্মক্ষেত্রে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিকরণ ও বিভিন্ন পদক্ষেপে শ্রমিকদের চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ দিতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিবে।

শারীরিক দূরত্ব (সামাজিক দূরত্ব) নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা

- **চলাচলের রাস্তা** ঃ কারখানা/প্রতিষ্ঠানের ভেতরে যে সব স্থানে জনসমাগম বেশি হয়, সে সব স্থানে একমুখী চলাচলের ব্যবস্থা করা।

- **কর্মঘণ্টা** ঃ বিভিন্ন বিভাগের কাজের জন্য কর্মঘণ্টা সম্ভব হলে ভিন্ন করা।

- **মধ্যাহ্নভোজের বিরতি** ঃ দুপুরের খাবারের সময় এমনভাবে নির্ধারণ করা যাতে করে খাবার সময় প্রত্যেকের পক্ষে একে অপরের কাছ থেকে কমপক্ষে ২ মিটার (৬ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়।

- **দূরত্ব নির্দেশক চিহ্ন** ঃ কমপক্ষে ২ মিটার (৬ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখার জন্য দূরত্ব নির্দেশক চিহ্ন অঙ্কন করা।

- **পরিবহন সুবিধা** ঃ শ্রমিক/কর্মচারীদের জন্য কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যানবহনে যতদূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে আসন গ্রহণ করা। যানবাহনে উঠা-নামা করার সময় সুশৃংখলভাবে একে একে উঠা-নামা করা।

- **লিফ্‌ট ব্যবহার** ঃ এই সময়ে শ্রমিক/কর্মচারীদের লিফ্‌ট ব্যবহারে নিরোৎসাহিত করা, যাতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়।

- **বসার স্থান** ঃ সকলের বসার জায়গা কমপক্ষে ২ মিটার (৬ ফুট) দূরত্বে স্থাপন করা।

- সিঁড়ি ও করিডোর বা বারান্দায় একমুখী চলাচলে উৎসাহিত করা।

সুষ্ঠু শিল্পসম্পর্ক বজায় রাখায় মালিকের দায়িত্ব

- মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক রক্ষায় শ্রমিকদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে মালিকের খোঁজ-খবর রাখা এবং কেউ অসুবিধায় পড়লে তা নিরসনে তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

- এই দুর্যোগের সময় যাতে শ্রমিকরা চাকরি না হারায় (লে-অফ বা ছাঁটাই) সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। জরুরি প্রয়োজনে শ্রমিকদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সেক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত শ্রম আইনের বিধি-বিধান অনুসরণ করা।

- কোনো শ্রমিক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার ব্যয়ভার মালিক কর্তৃক বহন করা।

- কারখানা/প্রতিষ্ঠানে কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হলে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার (সামাজিক সংলাপ) মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা এবং কোনো ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ব্যর্থ হলে সরকারি সংস্থার (কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর) সাহায্য নেওয়া।

সুষ্ঠু শিল্পসম্পর্ক বজায় রাখায় শ্রমিকের দায়িত্ব

- শ্রমিকরা অবশ্যই তাদের ন্যায্য দাবীগুলো কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করবে। কিন্তু দাবী জানানোর নামে কোনো স্বার্থান্বেষী মহলের এজেন্ডা যেন বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি না হয় সেদিকে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে।

- কর্মক্ষেত্রে কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হলে মালিকের সাথে বসে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার (সামাজিক সংলাপ) মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপর জোর দিবে। দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় সমস্যা সমাধান সম্ভব না হলে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে। মালিকের সম্পদের যাতে কোনো ক্ষতি সাধন না হয় সে বিষয়ে নজর রাখবে।

- এই মহামারী চলাকালে ও তৎপরবর্তী সময়ে কারখানা/প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে মালিকপক্ষকে যথাসম্ভব সহযোগিতা করবে।

- কর্মক্ষেত্রে করোনাভাইরাস সম্পর্কে সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধি-বিধান নিজে মেনে চলবে এবং অন্য শ্রমিকদেরকে সচেতন করবে।

কভিড-১৯ বিষয়ে নির্দেশিকা বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে টাস্ক ফোর্স/কমিটি গঠন

- কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা। কমিটিতে শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে এর নেতৃবৃন্দ বা অংশগ্রহণকারী কমিটি ও সেইফটি কমিটির সদস্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

- কারখানা/প্রতিষ্ঠানে ডাক্তার ও মেডিক্যাল এসিস্টান্ট এবং সেইফটি ইঞ্জিনিয়ার থাকলে তাদেরকে অবশ্যই এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা।

- কমিটির সদস্যগণের সরকার, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা/বিশেষজ্ঞের নির্দেশনা ও পরামর্শ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা এবং সেই অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রকে নিরাপদ করতে কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ তুলে ধরা।

- কমিটির সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য নিয়মিত সভার আয়োজন করা।

কর্মচারী/শ্রমিক/স্টাফ করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হলে করণীয়

- কোনো শ্রমিকের মধ্যে এই ভাইরাসের লক্ষণসমূহ (জ্বর, সর্দি-কাশি ও শ্বাস কষ্ট বা অন্যান্য) দেখা গেলে তাকে দ্রুততম সময়ে অন্যদের থেকে আলাদা করে ফেলা। মালিকের খরচে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। নিশ্চিত আক্রান্ত হলে তাকে সবেতনে ছুটি মঞ্জুর করা।

- আক্রান্ত শ্রমিকের চিকিৎসা প্রাপ্তিতে বিশেষভাবে সহযোগিতা ও আর্থিক সহায়তা করা।

- সন্দেহভাজন রোগীদেরকে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব যানবাহনে করে বাসা/হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার সম্পূর্ন দায়িত্ব কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করা।

- আক্রান্ত শ্রমিকের বসার স্থান যতদ্রুত সম্ভব জীবাণুনাশক স্প্রে করে জীবাণু মুক্ত করা।

- কোনো শ্রমিকের পরিবারের সদস্য করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে সেই শ্রমিককে বাড়ীতে থাকতে উৎসাহিত করা।

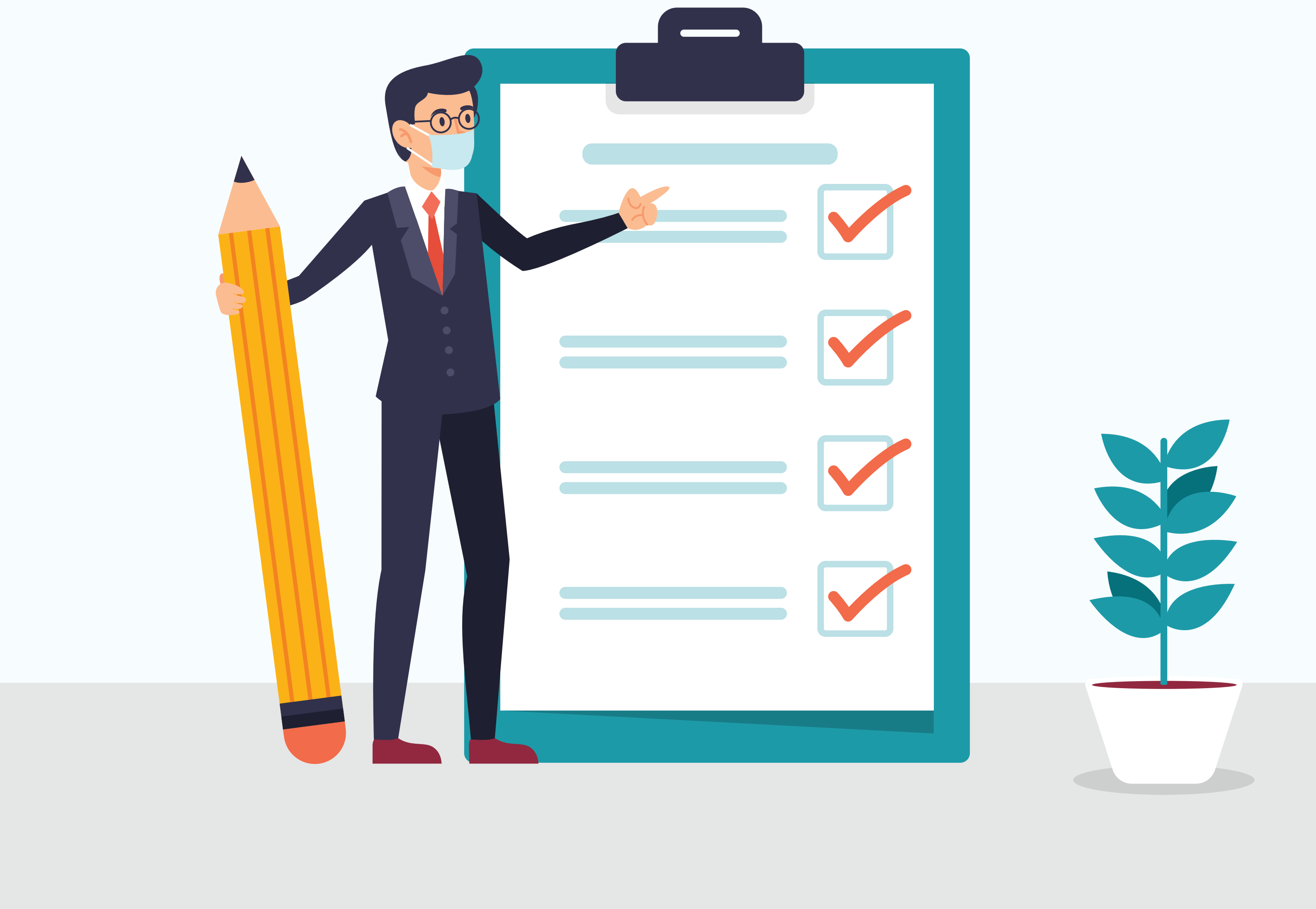

অনুসরণীয় নিয়ম

উপর্যুক্ত দিকনির্দেশনা পর্যালোচনায় যে কেউ নিম্নের দুটি বাস্তবসম্মত নিয়ম অনুসরণ করতে পারে ঃ

নিয়ম-১ ঃ *বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়া ও সে অনুযায়ী কাজ করা।*

নিয়ম-২ ঃ *নির্দিষ্ট এলাকার জন্য প্রযোজ্য ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণ করা। কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জন্য সাবধানতার সাথে পুরোপুরি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম পুনরায় চালু করা। মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় স্থানীয় স্বাস্থ্য ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে সুশৃংখলভাবে কাজ ও উৎপাদন পুনরায় আরম্ভ করা। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দেওয়া অব্যাহত রাখা।*

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উপর্যুক্ত নীতিমালাটি মূলত কারখানাকে উদ্দেশ্য করে তৈরি করা হয়েছে। তবে এর মর্মার্থ বিবেচনায় নিয়ে যেকোনো প্রতিষ্ঠান/অফিসের জন্য প্রযোজ্য বিষয়গুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে করে সকলেই উপকৃত হবে।

MCCI
Since 1904
METROPOLITAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, DHAKA

BEF
BANGLADESH EMPLOYERS' FEDERATION